যাকাত সহায়িকা

মূল লেখক (উর্দু)

আবদুর রহমান আনসারী

ইংরেজি অনুবাদ

এম এ মেথার (ফারুকী)

বাংলায় ভাষান্তর

আব্দুর রশীদ শেখ

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সি জেড এম)

যাকাত সহায়িকা

মূল (উর্দু) : আবদুর রহমান আনসারী
ইংরেজি অনুবাদ : এম এ মেথার ফারুকী
বাংলায় ভাষান্তর : আব্দুর রশীদ শেখ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : রজব ১৪৩১ হিজরি/আষাঢ় ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
দ্বিতীয় প্রকাশ : শাবান ১৪৩৫ হিজরি/আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
তৃতীয় প্রকাশ : শাবান ১৪৩৭ হিজরি/আষাঢ় ১৪২৩/ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রচ্ছদ : সালাহউদ্দিন আইয়ুব তিতু

প্রকাশনায়
center for zakat management
CZM
সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সি জেড এম)
হাশিম টাওয়ার (৭ম তলা), ২০৫/১-এ তেজগাঁও লিংক রোড
তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
ফোন : +৮৮ ০২ ৯৮৪৮২৫৫, ০১৭২৯ ২৯৬ ২৯৬
ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৫৮৮১০৬৬৪
E-mail : info@czm-bd.org
Website : www.czm-bd.org

মুদ্রণে
চৌকস প্রিন্টার্স
১২৯ ডি আই টি এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৯১১৪৪১৩৫৯

মূল্য : ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে যাকাত হচ্ছে অন্যতম। যাকাত আদায় ও তার বণ্টন একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যতামূলক ইবাদত, তেমনি তা সমাজ থেকে দারিদ্র দূর করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কার্যকর একটি কৌশলও বটে।

মুসলমানদের জীবনে যাকাতের তাৎপর্য তুলে ধরার লক্ষ্যে লেখক আবদুর রহমান আনসারী ১৯৪৯ সালে "যাকাত-উল-আমওয়াল" নামে উর্দূ ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা দক্ষিন আফ্রিকার ডারবান থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন হাজী মুহাম্মদ আহমেদ মেথার যিনি 'ফারুকী' নামে অধিক পরিচিত। বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য রহিম আফরোজ বাংলাদেশ লি. ২০০৮ সালে ঢাকা থেকে বইটি পুণঃপ্রকাশ করে।

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট-এর অনুরোধে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে মূল্যবান গ্রন্থটি ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তর করেছেন আব্দুর রশীদ শেখ। বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনায় বইটিতে মূল বিষয়বস্তু অক্ষুন্ন রেখে কিছুটা সংযোজন/বিয়োজন করা হয়েছে। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট-এর শরীয়াহ্ বোর্ডের সদস্য ড. মনজুর-ই ইলাহী পাণ্ডুলিপিটি দেখে দিয়েছেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পাঠক সমাজ মূল্যবান গ্রন্থটি থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠাঙ্ক
১.	যাকাতের গুরুত্ব	০১
২.	যাকাতের উদ্দেশ্য	০১
৩.	যাকাত না দেয়ার পরিণতি	০২
৪.	যাকাতের সংজ্ঞা	০২
৫.	যাকাত আদায় করা ফরজ	০৩
৬.	যাকাত কখন ফরজ হয়	০৩
৭.	যাকাতযোগ্য ন্যূনতম সম্পদ (নিসাব)	০৫
৮.	ঋণ থাকলে যাকাত আদায়	১০
৯.	ইসলামী আইনে দুই ধরনের ধার	১২
১০.	গবাদি পশুর যাকাত	১৩
১১.	যাকাত আদায়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক	১৩
১২.	যাকাত বিতরণ: কাদেরকে যাকাত দিতে হবে	১৫
১৩.	যাকাত কাকে দেয়া যায় না	১৭
১৪.	যাকাত আদায়ের দায়িত্ব সম্পাদন	১৯
১৫.	বিবিধ তথ্য	২০

যাকাতের গুরুত্ব

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে যাকাত হচ্ছে তৃতীয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের জন্য যাকাত আদায় করা ফরজ বা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, **তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।** (আয়াত : ৪৩)।

সূরা আত-তাওবায় বলা হয়েছে, **মুসলিম নর ও নারী একে অপরের বন্ধু; তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে; সালাত কায়েম করে; যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।** (আয়াত : ৭১)

মহানবী (স:) বলেছেন, **ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স:) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল-এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ থাকলে হজ্জ পালন করা এবং রমজান মাসের রোজা রাখা।** (বুখারী ও মুসলিম)।

রাসূল (স:) আরো বলেছেন, **আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে সেইসব লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স:) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে।** (বুখারী ও মুসলিম)

যাকাতের উদ্দেশ্য

আল কোরআনে সূরা তাওবায় বলা হয়েছে : **হে রাসূল, আপনি তাদের মালামাল থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করুন, যাতে তা দিয়ে আপনি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দোয়া করবেন। নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য বিরাট প্রশান্তি বিশেষ। আলাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।** (আয়াত : ১০৩)।

সূরা মাআরিজে বলা হয়েছে : **তাদের (ধনীদের) সম্পদে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের হক (অধিকার) আছে।** (আয়াত ২৪-২৫)

আল কোরআনে সূরা বাকারায় বলা হয়েছে : **যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের খরচের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি শস্য বীজের মত যে বীজ থেকে সাতটি শীষ বের হয় এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ'টি দানা। আল্লাহ যার আমলকে চান এভাবে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ তো সীমাহীন ব্যাপকতার অধিকারী ও জ্ঞানী।** (আয়াত:২১)

রাসূলুল্লাহ (স:) তাঁর সাহাবী মুআজ (রা:)-কে ইয়ামেনের শাসক করে পাঠানোর সময়ে বলেছিলেন : **হে মুআজ, তুমি জানিয়ে দিও-আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে।** (তিরমিযি)

ইমান ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : যাকাত প্রদানকারীর মন পবিত্র করে ও তার সম্পদে বরকত হয় এবং তা বৃদ্ধি পায়।

যাকাত না দেয়ার পরিণতি

যাকাত অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় কর্তব্য। পবিত্র কোরআনের বহুসংখ্যক আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কোরআন শরীফে যত স্থানে সালাত বা নামাজের নির্দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ততটি স্থানেই যাকাত আদায়ের অনুশাসনের কথা অবশ্যম্ভাবীভাবে বর্ণিত হয়েছে। যারা যাকাত আদায় করে না আল্লাহ্ তাদেরকে হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেছেন যে, **যারা সোনা রূপা (অর্থ-সম্পদ) পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এমন একদিন আসবে যেদিন সেসব সোনা-রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দিয়ে তাদের পার্শ্বদেশ, মুখমন্ডল ও পিঠ আগুনে ঝলসানো হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা ধনসম্পদ কুক্ষিগতকরণে কালাতিপাত করেছো, কিন্তু তোমরা যাকাত আদায় করোনি। এটি হল তোমাদের সেই গোনাহের শাস্তি। এখন তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করো।** (সূরা তাওবা ৩৪-৩৫)

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স) বলেছেন, **যারা যাকাত আদায় করে না তারা শেষ বিচারের দিনে দেখতে পাবে তাদের সেই সব ধন-সম্পদ ভয়ংকর সাপ হয়ে তাদের দেহ জড়িয়ে ধরছে। এসব বিষাক্ত সাপ তাদের দেহকে কঠিনভাবে নিষ্পেষিত করবে, ছোবল দেবে এবং বলতে থাকবে, আমরাই তো তোমাদের আহরিত ধনসম্পদ এবং আমরাই হলাম সেইসব রত্নসম্ভার, যার প্রতি তোমরা এত আসক্ত ছিলে।** (বুখারী)

আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করুন! এহেন ভয়াল শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন! ক্ষণিকের এই পার্থিব জীবনে ধন-সম্পদের মালিকানার অতি সংক্ষিপ্ত সুখের জন্য এহেন ভয়ংকর প্রতিফল ডেকে আনা কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ? যাকাত আদায় না করে নিজেকে এরকম কষ্টদায়ক শাস্তির সম্মুখীন করার চেয়ে নির্বুদ্ধিতার কাজ আর কী হতে পারে! যিনি আমাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন তিনিই এই সম্পদের উপর যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি সর্বদা অনুধাবন করতে হবে যে, দেয়ার শক্তি যাঁর, তাঁরই রয়েছে ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষমতা, যার মাধ্যমে তিনি এমন ব্যক্তিকে ইহলোকে চরম নিঃস্ব এবং পরকালে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করতে পারেন। তাই কারোরই যাকাত আদায়ে অবহেলা করা উচিৎ নয়। বরং আমাদের উপর তা ফরজ হবার সাথে সাথেই আমাদের যাকাত আদায় করা পরম কর্তব্য।

যাকাতের সংজ্ঞা

বিখ্যাত আরবি-ইংরেজি অভিধান **মু'জামুল লুগাতুল আরাবিয়্যাতুল মুআসিয়াতে** যাকাতের অর্থ বলা হয়েছে : To thrive, To grow, Increase, To be pure in heart, To be fit, To purify, Chasten, Integrity, Guiltless, Blameless, Sinless, Honestly, Justify, Righteousness.

যাকাত শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা। যাকাত হচ্ছে বরকত, পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা ও সুসংবদ্ধতা। **(ইসলামের জাকাত বিধান : ইউসুফ আল কারজাভী)**

ইসলাম ধর্মের বিধান মোতাবেক দরিদ্র মুসলিমদের কল্যাণার্থে ধনী মুসলমানদের জন্য ধন-সম্পদ দান করার অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য আরোপিত হয়েছে। এরূপ অবশ্যপালনীয় কর্তব্যই যাকাত।

যাকাত আদায় করা ফরজ

যাকাত সকল মুসলমানের জন্য ফরজ নয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র ধনী বলে স্বীকৃত মুসলমানদের জন্যই তা ফরজ। অর্থাৎ শরীয়া বা ইসলাম ধর্মীয় আইন অনুসারে যে পরিমাণ সম্পত্তি থাকলে কাউকে সম্পদশালী গণ্য করা হয়, ততটুকু সম্পত্তির অধিকারী ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত ফরজ। তেমনিভাবে, সব ধরনের সম্পত্তি যাকাত-এর আওতাভুক্ত নয়। শুধু সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির সম্পত্তি সুনির্দিষ্ট পরিমাণে থাকলেই সেই সবের মালিকের উপর যাকাত ধার্য্য হয়। এ নিয়মাবলি সম্পর্কে নিচে বিশদ আলোচনা করা হলো।

যাকাত কখন ফরজ হয়

যাকাত ফরজ হবার জন্য কতগুলো শর্ত আবশ্যক। এসবের মধ্যে কয়েকটি হল সম্পদের মালিকানা সম্পর্কিত এবং অন্য কয়েকটি আবার মালিকানাধীন সম্পত্তি বিষয়ক। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১ . মুক্ত বা স্বাধীন মানুষ, অর্থাৎ ক্রীতদাস নয়

সম্পত্তির মালিক হবেন মুক্ত মানুষ, কোন ক্রীতদাস নন। যাকাত কোন ক্রীতদাসের উপর ফরজ নয়। কেননা, ক্রীতদাস ও তার সম্পত্তিতে প্রকৃতপক্ষে উক্ত ক্রীতদাসের মালিকেরই অধিকার থাকে। এবিষয়ে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ সুখের বিষয় হলো বর্তমানে দাসপ্রথা বিলুপ্ত।

২. মুসলমান, অর্থাৎ কোন অমুসলিম নয়

সম্পত্তির মালিককে অবশ্যই একজন মুসলমান হতে হবে। যাকাত আদায়ের হুকুম পালন দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায়ের হুকুম পালনের সমতুল্য। সালাত ও যাকাত আদায়ের হুকুম পালনে ছওয়াব অর্জন হয় এবং এ হুকুমের বরখেলাপে গুনাহ্ হয়। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, এসব ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা শুধু ইসলামে বিশ্বাসী এবং শরীয়তের অনুশাসনের প্রতি আনুগত্যশীল ব্যক্তিগণের জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। কোন অমুসলিমকে নিশ্চয়ই যাকাত আদায়ের বাধ্যবাধকতার আওতায় আনার প্রশ্ন ওঠে না।

৩. সুস্থমস্তিষ্ক বা মানসিকভাবে সুস্থব্যক্তি

যাকাত এমন ব্যক্তির উপর ফরজ হয় যিনি সুস্থমস্তিকের অধিকারী এবং যার নিজস্ব ধীশক্তির উপর যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যাকাত কোন অপ্রকৃতিস্থ মানুষের উপর ফরজ হয়না।

৪. সম্পত্তির মালিক প্রাপ্তবয়স্ক

ফকীহদের মতে, যাকাত সেইসব সম্পদশালীর উপর ফরজ হয় যারা প্রাপ্তবয়স্ক। বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম না করলে অনুরূপ কোন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ হয় না। কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরজ হয়, একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সে পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হলেও অনুরূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক মালিকের উপর যাকাত ফরজ হয় না। তবে উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক সম্পদশালী ব্যক্তি বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর যাকাত সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। হানাফী আলেমগণের মতে, বয়ঃসন্ধি পেরোনোর পর বারো মাস চলে গেলেই তবে উক্তরূপ সম্পদশালী অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর যাকাত আদায় করা অবশ্যপালনীয় হয়। একজন শিশু তার পনেরো বছর বয়ঃক্রম পূর্ণ করলে তার জন্য এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে উপনীত হওয়া বুঝাবে।

দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক মুসলিম সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ধন-মালেই যাকাত হয়। এব্যাপারে সব আলিম একমত হলেও নাবালক শিশু ও পাগলের ধনে-মালে যাকাত ফরজ কিনা, সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, নাবালক শিশু ও পাগলের ধন-মালের ক্ষেত্রে যাকাত দিতে হবে কি? প্রখ্যাত ইসলামী পন্ডিত ইউসুফ আল কারজাভীর মতে, বালক ও পাগলের ধন-মালে অবশ্যই যাকাত ফরজ হবে। কেননা তা একটা হক, ধন-মালের সাথে তার সম্পর্ক। কাজেই তার মালিক নাবালক বা অপ্রকৃতিস্থ হলেও সে হক নাকচ হয়ে যেতে পারে না। আর সে ধন-মাল গৃহপালিত পশু হোক কিংবা কৃষি ফসল বা ফল-পাকড়া, ব্যবসা বা পণ্য বা নগদ টাকা-তাতে কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য যে নগদ টাকা স্বীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য রাখা হয়েছে তার কথা আলাদা। কেননা, তা তো প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হবে না। সুতরাং নাবালক বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির সম্পদের ক্ষেত্রেও যাকাত দিতে হবে।

৫. সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পূর্ণ মালিকানার অধিকারী

মালিককে তার সম্পদের পূর্ণ মালিকানা ও দখলের অধিকারী হতে হবে। কোন ব্যক্তি তার সম্পত্তির পূর্ণ মালিকানা বা দখলের অধিকারী না হলে ওই ব্যক্তির উপর এ সংক্রান্ত নানা বিধি-বিধান প্রযোজ্য হয়। কোন সম্পত্তির উপর পূর্ণ মালিকানা ও সম্পূর্ণ দখল বলতে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা ও দখল ছাড়াও মালিক কর্তৃক ইচ্ছেমাফিক ওই সম্পত্তি ব্যয় বা অন্যভাবে বিলিব্যবস্থা করার আইনানুগ অবাধ কর্তৃত্ব বোঝায়। পক্ষান্তরে, একজন ব্যক্তি কোন সম্পত্তির মালিকানা পেলেও এই সম্পত্তি যদি তিনি অন্য কাউকে ধার দিয়ে থাকেন এবং ওই খাতক তা তার কাছে ফেরত না দেন তাহলে তিনি (মালিক) ওই সম্পত্তি তার নিজের ইচ্ছেমত সময়ে বা উপায়ে খরচ বা অন্যবিধ বিলি ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন না। অথবা যদি কোন ব্যক্তি তার সম্পদ কোথাও লুকিয়ে রাখেন এবং পরে সেই নির্দিষ্ট অবস্থানটি ভুলে গিয়ে থাকেন, তাহলে তিনিও তখন এমন সম্পত্তির মালিক হয়ে পড়েন যা তিনি ব্যয় করতে পারেন না। এসব ঘটনা ও অনুরূপ অন্যান্য অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বিধি-বিধান প্রযোজ্য হয়।

৬. সম্পদের প্রকৃত বা অনুমিত বৃদ্ধি

সম্পদের বৃদ্ধি বলতে মূল্য বৃদ্ধিকে বোঝায় যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য বা নগদ অর্থ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ হলে মূল্যমান বৃদ্ধি হতে পারে। এরূপ প্রকৃত বা অনুমিত বৃদ্ধি হলে ঐসকল সম্পদের যাকাত দিতে হবে। যে সকল সম্পদের প্রকৃত বা অনুমিত বৃদ্ধি নেই তার উপরে যাকাত আরোপিত হয় না।

৭. অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী

মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যে সকল সম্পদ যেমন-বসত বাড়ি, কাজের যন্ত্রপাতি, কারখানার মেশিনারি, যাতায়াতের বাহন, আসবাবপত্র, পরিধেয় ইত্যাদির উপর যাকাত দিতে হবে না।

৮.ঋণদায় হতে মুক্ত

ঋণ পরিশোধের জন্য জমাকৃত টাকার উপর যাকাত দিতে হবে না, কারণ ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা পরিশোধ না করলে তার উপর নিপীড়ন নেমে আসতে পারে।

৯. নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের পূর্ণ বছরব্যাপী মালিকানার অধিকারী

নিসাবে উন্নীত হওয়ার পর এক চান্দ্র বছর পূর্ণ হলে সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হবে ২.৫% হারে। আর যদি হিসাবপত্র সৌরবছরের ভিত্তিতে করা হয় তা হলে যাকাত ধার্য হবে ২.৫৭৭% হারে। কারণ সৌরবছর চান্দ্র বছরের চেয়ে কয়েক দিন বেশি।

যাকাতযোগ্য ন্যূনতম সম্পদ (নিসাব)

নিসাব হল ন্যূনতম সেই পরিমাণ সম্পদ, যার মালিকানার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ হয়। কোন ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতেই ওই ব্যক্তির উপর ট্যাক্স আরোপিত হয় এবং তদনুসারেই এর পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। অনুরূপভাবে, ইসলামী আইনে কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতেই ওই ব্যক্তির যাকাত নিরূপিত হয়। কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তির উপর যাকাত অপরিহার্য নয়। শরীয়াহ্ আইনে ওই ন্যূনতম নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদকে নিসাব বলা হয়।

উক্ত ন্যূনতম নির্ধারিত বা ততোধিক পরিমাণ সম্পদের মালিককে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তার সম্পদ গরীব ও দুঃখীদের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়ার উপযুক্ত সম্পদশালী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

যাকাত প্রযোজ্য হয় এমন সম্পদসমূহ হল সোনা, রূপা, গবাদিপশু ও সব ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য (trade goods)। সোনা ও রূপা সম্পর্কিত বিধি-বিধান নিম্নরূপ ঃ

- **সোনা ঃ** একবছরের জন্য কমপক্ষে ৮২.০৫ গ্রাম সোনা বা এর সমমূল্যের নগদ টাকার মালিকানার জন্য সংশ্লিষ্ট মালিকের উপর ২.৫% হারে যাকাত আদায় করা ফরজ।
- **রূপা ঃ** একবছরের জন্য ন্যূনতম ৫৯৫.৩৫ গ্রাম রূপা বা এর সমমূল্যের নগদ টাকার মালিকানার জন্য সংশ্লিষ্ট মালিকের উপর ২.৫% হারে যাকাত আদায় করা ফরজ। অলংকার, তৈজসপত্র বা অন্য যে আকার বা প্রকারেই থাকুক, তার ওজন ন্যূনতম নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিক্রম করলে এবং এসবের মালিকানা একটি পূর্ণ চান্দ্রবছর যাবত বহাল থাকলে উক্ত সোনা ও রূপার জন্য মালিকের উপর যাকাত ফরজ হয়ে যায়।
- **মিশ্রিত ধাতব ঃ** যদি কোন ব্যক্তির ৫৯৫.৩৫ অপেক্ষা কম রূপা থাকে এবং তার যদি নিসাব-এর বাকী অংশ পূর্ণ করার মত সোনা বা নগদ অর্থ না থাকে তাহলে

তার উপর যাকাত আদায় করা ফরজ হবে না। তবে তার কিছু সোনা ও কিছু রূপা থাকার ক্ষেত্রে ওই দু'টি ধাতবের প্রতিটি আলাদাভাবে হিসাবকরতঃ নিসাব পূর্ণ না হলেও, যদি উক্ত দু'টি ধাতবের মোট মূল্যে নিসাব পূর্ণ হয়, তাহলে উক্ত মোট পরিমাণের উপর যাকাত আদায়যোগ্য হবে। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তির ৩৪০.২ গ্রাম রূপা ও ৫৬.৭ গ্রাম সোনা থাকলে যাকাত নিরূপণের উদ্দেশ্যে এ দু'টি ধাতবের কোনটিই এককভাবে নিসাব পূর্ণ করে না। সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে হিসাব করতে হবে সতর্কতার সাথে। রূপার ক্ষেত্রে ৫৯৫.৩৫ গ্রামের সমপরিমাণকে নিসাব ধরে বর্তমান ক্ষেত্রে ৩৪০.২ গ্রাম রূপার মালিকানা বলতে নিসাব অপেক্ষা ২৫৫.১৫ গ্রাম কম রূপার মালিকানা বোঝানো যায়। এখন প্রশ্ন হল, ব্যক্তিটির হাতে থাকা ৫৬.৭ গ্রাম সোনার মূল্যে কি ওই কম-পড়া ২৫৫.১৫ গ্রাম রূপা ক্রয় করা যায়? যদি তা-ই হয়, তাহলে এক বছরের জন্য ৩৪০.২ গ্রাম রূপা আর ৫৬.৭ গ্রাম সোনার মালিকানাই ওই ব্যক্তির নিসাব-এর ন্যূনতম পরিমাণের মালিকানা।

অন্য একটি দৃষ্টিকোণ হতেও এ হিসাবটি সম্পাদন করা যায়। সোনার হিসাবে ৮৫.০৫ গ্রামকে নিসাব ধরা হয়। তাই ৫৬.৭ গ্রাম সোনার মালিকের জন্য নিসাব পূর্ণ হতে বাকী তাকে ২৮.৩৫ গ্রাম। এখন দেখতে হবে ওই ব্যক্তির হাতে থাকা ৩৪০.২ গ্রাম রূপা দিয়ে তার নিসাবের কম-পড়ে যাওয়া ২৮.৩৫ গ্রাম সোনা কেনা যায় কিনা। যদি তা করা যায় তাহলে ওই পরিমাণ সোনা ও রূপার এক বছরব্যাপী মালিকানার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তির নিসাব পূর্ণ হয়ে যাবে।

❖ **অলংকারের মান নির্ধারণ ঃ** কোন অলংকারের মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওই অলংকারের মধ্যে যে ধাতবের পরিমাণ তদন্তর্গত অন্য সব ধাতবের চেয়ে পরিমাণে বেশি, তদনুরূপ প্রধান ধাতবের মানকেই বিবেচনা করা হয়। উদাহরণত, কোন অলংকারে ৫৫% সোনা ও ৪৫% তামা থাকলে ওই অলংকারটি স্বর্ণনির্মিত বলে গণ্য হবে এবং সেই মোতাবেক অলংকারটির জন্য যাকাত আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে, কোন অলংকার নির্মাণে ৫০ শতাংশের বেশি তামা ও ৫০ শতাংশের কম সোনা ব্যবহৃত হলে ওই অলংকারের জন্য কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। কারণ, এরকম ক্ষেত্রে অলংকারটি তাম্রনির্মিত বলে গণ্য হবে, স্বর্ণনির্মিত নয়। তবে বাণিজ্যিক মজুদ (trading stock) হিসেবে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে অলংকারাদির জন্য এসব অলংকারের ধাতব উপাদান নির্বিশেষে এমন সকল অলংকারের নিরূপিত মূল্যের ভিত্তিতে যাকাত আদায় করতে হবে।

❖ **অলংকারাদি ঃ** ইতঃপূর্বে উল্লিখিত আলোচনার অতিরিক্ত হিসেবে এটুকু বলা যায় যে, নিসাব পরিমাণ অতিক্রম করলে এবং বারো মাস যাবত তা মালিকের হাতে থাকলে সোনা ও রূপার তৈরী সব অলংকারের জন্যই সেসবের মালিকের উপর যাকাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। এমনকি, এসব অলংকার মালিকের দৈনন্দিন ব্যবহারাধীন থাকলেও, যেহেতু সোনা ও রূপার দ্রব্য যে-কোন অবস্থায় যাকাতযোগ্য, তাই এসব ধাতুর তৈরী অলংকারের জন্য যাকাত আদায় করতে হবে।

❖ **সর্বোচ্চ সুবিধা ঃ** হিসাবের ক্ষেত্রে উল্লিখিত উভয় দৃষ্টিকোণ হতে বিবেচনাকরতঃ দুটির মধ্যে যেটিতে বেশি পরিমাণ যাকাত নির্ণীত হয় সেটি গ্রহণ করার উপদেশ দেয়া হয়ে থাকে।

❖ **নগদ টাকা এবং সোনা ও রূপা ঃ** এক ব্যক্তির ২৮৩.৫ গ্রাম রূপা আছে। এটি নিসাব-এর ন্যূনতম সীমা অপেক্ষা কম। কিন্তু ওই ব্যক্তির যদি ৩১১.৮৫ গ্রাম রূপা কেনার মত পর্যাপ্ত নগদ টাকাও থেকে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তার নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে। সেক্ষেত্রে তার উপর যাকাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। একই নিয়ম নিসাব পরিমাণ অপেক্ষা কম সোনার মালিকের জন্যও প্রযোজ্য হবে যদি নিসাব পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট সোনা ক্রয়ের মত যথেষ্ট নগদ টাকা ওই ব্যক্তির হাতে থাকে।

❖ **কারেন্সি নোট ঃ** কারেন্সি নোটে বাহককে উৎকীর্ণ মূল্য (face value) পরিশোধের প্রতিশ্রুতিসহ ক্ষমতাপ্রাপ্ত খাজাঞ্চি কর্মকর্তার স্বাক্ষর সন্নিবেশিত থাকে। কোন ব্যক্তির নিকট যদি কারেন্সি নোটরূপে নিসাব পরিমাণ সোনা বা রূপা ক্রয়ের মত যথেষ্ট টাকা থাকে, তবে প্রতি বারো মাস পরপর তার যাকাত আদায় করতে হবে।

❖ **স্থির সম্পত্তি (fixed property) হতে প্রাপ্ত আয় ঃ** কোন ব্যক্তি তার স্থির সম্পত্তি হতে আয় করলেও তদ্রূপ সমস্ত আয় যদি ওই বছরের মধ্যেই খরচ হয়ে যায় তাহলে তার উপর যাকাত আদায় করতে হয়না। কিন্তু অনুরূপ আয়ের একটি অংশ যদি তিনি সঞ্চয়করতঃ আলাদা রাখতে পারেন এবং ওই সঞ্চয়ের পরিমাণ যদি নিসাব-এর সমপরিমাণ বা ততোধিক হয় তাহলে ওই সঞ্চয়ের জন্য যাকাত দিতে হবে। তবে, সেই সঞ্চিত আয় অবশ্যই উক্ত মালিকের নিকট বারো মাস যাবত থাকতে হবে।

❖ **যেসব সম্পত্তির জন্য যাকাত প্রযোজ্য নয় ঃ** প্রত্যেক মানুষের উপর যেমন যাকাত আদায় করা বাধ্যতামূলক বা ফরজ নয় তেমনি যাকাতের বিধি-বিধানও মানুষের সব ধরনের সম্পদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেসব মাল মাত্তা শরীয়তের বিধান মোতাবেক সম্পদ হিসেবে পরিগণিত শুধুমাত্র সেইরূপ দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে যাকাত-এর বিধি-বিধান প্রযোজ্য। তবে, অনুরূপ সম্পদের পরিমাণ অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম মাত্রা বা নিসাব পরিমাণের হতে হবে এবং তা মালিকের অধিকারে এক বছর যাবত থাকলেই তবে এসব সম্পদের জন্য যাকাত আদায় করা ফরজ হবে।

এভাবে সোনা, রূপা, সঞ্চরণশীল গবাদিপশু, বাণিজ্যিক দ্রব্যসম্ভার ও বাণিজ্য-পণ্যাদি যাকাতের বিধি-বিধানের আওতায় আসে। এসব ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের জন্য যাকাত প্রযোজ্য নয়। যথাঃ দালান, সাময়িক ফসল (harvest), সোনা বা রূপা ব্যতিরেকে অন্য উপাদানে নির্মিত তৈজসপত্র, থালা-বাসন, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। তবে ব্যবসায় বা বিনিয়োগের অংশ হিসেবে ক্রয়কৃত যে কোন পণ্য যথা ইমারত, গবাদিপশু, থালা-বাসন, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির জন্য যাকাত আদায় করতে হবে।

❖ **তৈজসপত্র ঃ** কোন ব্যক্তির দৈনন্দিন ব্যবহারের লক্ষ্যে রক্ষিত রূপার বা সোনার থালা-বাসন ইত্যাদির ওজন ন্যূনতম নিসাব পরিমাণের হলে প্রতি বারো মাস পরপর এসবের জন্য ওই ব্যক্তির উপর যাকাত আদায় করা ফরজ।

❖ **পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ** মূল্য ও পরিমাণ নির্বিশেষে পোশাক-পরিচ্ছদ যাকাতের আওতাবহির্ভূত। তবে পোশাক-পরিচ্ছদে যদি সোনা-রূপার সূচিকর্ম বা এসব ধাতুতে নির্মিত সুতোর ব্যবহার থাকে এবং এরূপ সোনা-রূপার ওজন যদি নিসাব পূর্ণ করে তাহলে সংশিষ্ট অংশগুলোর জন্য প্রতি বারো মাস পরপর যাকাত আদায় করতে হবে।

❖ **নগদ টাকা ঃ** এমন এক সময় ছিল যখন স্বর্ণমুদ্রা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো এবং রৌপ্যমুদ্রার উপাদান ছিল রূপাই। সেসময় যাকাতের হিসাব সহজ ছিল। কিন্তু এখন আর স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রার তেমন ব্যবহার নেই। তাই বর্তমান কালে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ সোনা বা রূপা ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার মালিকানাকেই নিসাব-এর মালিকানারূপে গণ্য করা হয়। দরিদ্ররাই যাকাত এর কল্যাণভোগী বিধায় তাদের স্বার্থ সর্বাধিক নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে যাকাত নিরূপণ করতে হবে-

প্রথমে ৩ (তিন) আউন্স পরিমাণ সোনা এবং ২১ (একুশ) আউন্স পরিমাণ রৌপ্য ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তা নির্ণয় করতে হবে এবং এরপরে এদুয়ের মধ্যে যেটির পরিমাণ কম হবে সেটি ন্যূনতম নিসাব হিসেবে গণ্য হবে।

❖ **মূল্যবান পাথর ঃ** মুক্তা ও মূল্যবান রত্নরাজি বা পাথর যদি ব্যবসায় বা বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত না হয় তাহলে সেসবের জন্য যাকাত আদায় করতে হবে না। তবে ব্যবসায় বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত মূল্যবান রত্নরাজির জন্য এসবের মালিকের উপর যাকাত আদায় করার বাধ্যবাধকতা আছে।

❖ **ভাড়ার আয় ঃ** কারো যদি নিজের বা বৈধ নির্ভরশীলদের বসবাসের জন্য ব্যতীত অন্য গৃহ থাকে এবং তিনি তা অন্যকে ভাড়ায় দেন তাহলে উক্ত ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত নীট আয়ের জন্য তাকে যাকাত আদায় করতে হবে। তবে সেরকম আয়ের পরিমাণ অবশ্যই নিসাব পরিমাণের হতে হবে এবং তা তার নিকট এক বছর যাবত বজায় থাকতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট ইমারতের মূল্যের জন্য নয়, বরং এরূপ ইমারত হতে প্রাপ্ত নীট আয়ের জন্যই যাকাত আদায় করতে হয়।

❖ **বাণিজ্যযান ঃ** মোটরগাড়ি, ভ্যান, ট্রাক, ঠেলাগাড়ি, ওয়াগন, নৌকা ইত্যাদি যেসব যানবাহন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না, সেসবের মূল্যের জন্য যাকাত আদায় করতে হয় না। তবে, এসব বাহন হতে অর্জিত নীট আয় যদি মালিকের নিকট এক বছর যাবত থাকে তাহলে উক্ত নীট আয়ের জন্য যাকাত আদায়যোগ্য।

❖ **যাকাতের হার ঃ** সোনা, রূপা, বাণিজ্য পণ্যাদি ও নগদ টাকার আকারে রক্ষিত সম্পদের জন্য এরূপ সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা ২.৫% হারে যাকাত আদায়যোগ্য। আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, ব্যক্তিগত পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি গার্হস্থ মালপত্রের জন্য সাধারণভাবে যাকাত আদায়ের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হয় না।

❖ **যাকাত হিসেবে দেয় দ্রব্যাদি ঃ** সাধারণ অর্থে যাকাত বলতে নির্দিষ্ট দ্রব্যের জন্য ওই দ্রব্যের একটি অংশ ইসলাম ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পালনের লক্ষ্যে দাতব্য উদ্দেশ্যে অর্পণ করা বুঝায়। তবে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ এবং এর নগদ মূল্য পরিশোধেরও অনুমতি রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তির ১১৩৪ গ্রাম সোনা থাকলে তা থেকে চল্লিশভাগের একভাগ বা ২৮.৩৫ গ্রাম সোনা দাতব্য উদ্দেশ্যে যাকাত হিসেবে উক্ত ব্যক্তির অর্পণ করার কথা। কিন্তু তিনি ইচ্ছে করলে ওই পরিমাণ সোনার সমমূল্যের নগদ টাকা বা অন্য কোন দ্রব্যসম্ভারের আকারে যাকাত পরিশোধ করতে পারেন।

❖ **কৃষি জমি ঃ** মূল্য বা আকার নির্বিশেষে কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন কৃষি জমি যাকাত আদায়ের আওতা-বহির্ভূত। তবে এরকম কৃষি জমি ফটকাবাজি (speculation) -এর উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত হলে এর জন্য যাকাত প্রযোজ্য হবে।

❖ **বাণিজ্য পণ্যের জাকাত ঃ** ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে রক্ষিত দ্রব্যসামগ্রীর পুঁজির জন্য যাকাত আদায় করতে হবে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখা যাক। এক ব্যক্তি ১,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে কিছু পরিমাণ মুনাফা অর্জন করলেন। এক্ষেত্রে তাকে ওই সম্পূর্ণ পুঁজির জন্য যাকাত আদায় করতে হবে, শুধু এর লভ্যাংশের জন্য নয়। সুতরাং, ওই ব্যক্তি ১,০০০ টাকার পুঁজি নিয়ে কারবারে নেমে যদি ১,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করেন, তাহলে তার উপর ২,০০০ টাকার (পুঁজি + মুনাফা) জন্য যাকাত আদায়যোগ্য। কেননা, তার ব্যবসায়ের স্থিতিপত্রে (balance sheet-এ) ওই পরিমাণ টাকাই মোট পুঁজির পরিমাণ হিসেবে প্রতিফলিত হয়।

❖ **বাণিজ্য-পণ্যের প্রকারভেদ ঃ** ব্যবসায়ের কাজে ক্রয়-বিক্রয়ের আওতাধীন যে কোন কিছু, দ্রব্যসম্ভার, সম্পত্তি, মূল্যবান পাথর, গবাদিপশু ইত্যাদির জন্য যাকাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। উদাহরণত, কারো উপর তার নিজের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত রত্ন বা মূল্যবান পাথর ও তাম্রনির্মিত দ্রব্যাদির জন্য যাকাত আদায়যোগ্য নয়। কিন্তু এগুলিকে যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় ও সংরক্ষণ করা হয় তাহলে এসবের জন্য যাকাত আদায় করতে হবে।

❖ **বাণিজ্য-পণ্যের নিসাব ঃ** বাণিজ্য-পণ্যাদির ন্যূনতম নিসাব হল এসব দ্রব্যসামগ্রীর সেই মূল্য যা দিয়ে ৫৯৫.৩৫ গ্রাম রূপা বা ৮৫.০৫ গ্রাম সোনা কিনতে পারা যায়। অর্জিত মুনাফার আকারে বছরের মধ্যখানে সাধিত প্রবৃদ্ধিকে বছরের শুরুতে উল্লেখিত প্রারম্ভিক স্থিতির সাথে যোগ করতে হবে। অতঃপর উক্ত মোট বর্ধিত পুঁজির উপর বছরশেষে যাকাত নিরূপণ করতে হবে।

❖ **অংশীদারিত্ব আয়ের যাকাত ঃ** অংশীদারিত্বের ব্যবসায় হতে অর্জিত আয় বা এজমালী সম্পত্তির ভাড়া বাবদ অর্জিত আয়ের জন্য যাকাত নিরূপণে সতর্কতা আবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদার তার নিজের পুঁজির সাথে উক্ত ব্যবসায়ের নীট মুনাফায় তার প্রাপ্য অংশ যোগ করে যাকাত হিসাব করবেন।

❖ **শেয়ার সার্টিফিকেটের যাকাত ঃ** শেয়ার সার্টিফিকেটের যাকাত বার্ষিক ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে এসব শেয়ারের নগদে রূপান্তরযোগ্য বাজারমূল্য অনুসারে। এরূপ বাজার মূল্য অবশ্যই পুঁজির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী এরূপ মোট মূল্যের জন্য যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাত নির্ণয়কালে সম্পদের পরিমাণ হতে বর্তমান বছরে পরিশোধযোগ্য ঋণের অংক বাদ দিতে হবে। কারণ এতে যাকাত ওয়াজিব নয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যারা বাকীতে জিনিসপত্র ক্রয় করেন তারা তাদের মোট ঋণের অংক বিয়োগ করবেন এবং তাদের নীট মুনাফা নিরূপণ করবেন। অতঃপর যাকাত আদায়ের লক্ষ্যে তারা তাদের পুঁজির সাথে এরূপ নীট মুনাফা যোগ করবেন।

ঋণ থাকলে যাকাত আদায়

কোন ব্যক্তি অন্যকে টাকা ধার দিলেও উক্ত পরিমাণ টাকার উপর তার মালিকানা বহাল থাকে। তবে উক্ত খাতক ওই টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তিনি উক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার সার্মথ্য উপভোগ করেন না। ইসলামী আইন অনুসারে ধার ও ঋণকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। সাধারণভাবে এগুলো হল ঃ (১) কাভি বা নিশ্চয়তাসম্পন্ন; (২) মুতাওয়াস্‌সিথ বা দুর্বল নিশ্চয়তাসম্পন্ন; এবং (৩) জাঈফ বা নিশ্চয়তাবিহীন। এবার এরূপ প্রকরণের বিশদ বিবরণ বর্ণনা করা যাক।

(১) কাভি বা নিশ্চয়তাসম্পন্ন ধার ও ঋণ ঃ

টাকা ধার দেয়া বা কোন দ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে খাতক বা ক্রেতা ওই টাকা বা বিক্রীত দ্রব্যের পূর্ণ দায় গ্রহণ করেন। খাতক বা ক্রেতা তা না করলেও এরূপ দায়-এর সপক্ষে প্রমাণ বা সাক্ষী থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ওই ঋণ ও বিক্রীত দ্রব্যের সম্মিলিত মূল্য ঋণদাতা বা পণ্য বিক্রেতার সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু ওই ঋণ বা বিক্রীত ওই দ্রব্যের মূল্য পরিশোধিত হওয়ার আগে উক্ত মহাজনের জন্য এ বাবদ অর্থ খরচের উপযোগী নগদ অর্থ হিসেবে গণ্য হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে এমনকি পূর্ণ মেয়াদের জন্য ওই টাকা মহাজনের কাছে পরিশোধিত না হয়ে থাকলেও বা তা খাতকের হাতে রয়ে গেলেও উক্ত অর্থের মালিকের উপর যাকাত আদায় করা বিধেয়। কোন কোন ফকীহর মতে, তিনি অনুরূপ অর্থের অন্ততঃ এক-পঞ্চমাংশ উদ্ধার না করা পর্যন্ত যাকাত আদায় না করলেও চলে। অনুরূপ এক-পঞ্চমাংশ অর্থ উদ্ধার না হওয়ায় তিনি যদি যাকাত আদায় নাও করে থাকতে পারেন, তাহলে তিনি তদ্রূপ সামর্থ্য অর্জনের সাথে সাথে পূর্ণ মেয়াদের জন্য সম্পূর্ণ যাকাত অবশ্যই আদায় করবেন।

উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরকারী বন্ড ক্রয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। এরকম বন্ডের অর্থমূল্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের শেষে প্রাপ্তব্য হয়। তবে বন্ডের মূল্য হল বন্ড ক্রয়কারীর সম্পদ। নিজের নামে ক্রয়কৃত বন্ডগুলোই তার এরূপ মালিকানাস্বত্ত্বের প্রমাণ এবং এমন বন্ডের অর্থমূল্য যথাসময়ে হাতে পাওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ নেই। বন্ডের টাকাটা ইচ্ছেমাফিক ব্যয় করার তাৎক্ষণিক সুযোগ না থাকলেও বন্ডের মালিকের জন্য এই বন্ডের অর্থমূল্য নিশ্চয়তাসম্পন্ন ঋণের পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে বন্ডের মালিক এতদসংশ্লিষ্ট অর্থের এক-পঞ্চমাংশ হাতে পাবার সাথে সাথে যাকাত আদায়ের জন্য বাধ্য।

সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বেতন হতে কিছু পরিমাণ অর্থ তাদের পেনশন বা ভবিষ্য তহবিলের জন্য কেটে রাখা হয়। অবসরগ্রহণ বা নির্ধারিত অন্যান্য উপলক্ষে এসব তহবিল হতে উক্ত অর্থ তাদের নিকট প্রত্যর্পণ করা হয়। এরকম তহবিলের প্রদায়ক (contributor) কর্তৃক প্রকৃত গৃহীত ও এক বছর যাবত হাতে থাকা টাকার জন্য তার উপর যাকাত আদায়যোগ্য হবে। এক্ষণে বছরে বছরে তার পেনশন বা ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকার উপর যাকাত আদায় করতে হবে।

ধরা যাক কোন ব্যক্তি অন্যকে ২০০০ টাকা ঋণ দিয়ে প্রতিবছর ১০০ টাকা হিসেবে পরিশোধের বন্দোবস্ত করেছেন। এমন ক্ষেত্রে উক্ত মহাজন তার হাতে প্রাপ্ত পরিশোধের অর্থ বা কিস্তির উপর উক্ত ঋণ প্রদানের সময় হতে পুরো সময়ের জন্য যাকাত আদায় করবেন। তবে ওরকম কিস্তির টাকা হাতে না আসা পর্যন্ত যাকাত আদায়যোগ্য হবে না।

(২) মুতাওয়াস্‌সিথ অর্থাৎ দুর্বল নিশ্চয়তাসম্পন্ন ধার বা ঋণ ঃ

বাণিজ্যিক পণ্য কেনা-বেচা বা নগদ টাকা ধার দেয়া ব্যতীত অন্যান্য লেনদেন এ প্রকৃতির ধার বা ঋণের অন্তর্ভুক্ত। এরকম অর্থের মধ্যে পূর্ণ নিসাব পরিমাণ টাকা উদ্ধার হলেই যাকাত আদায়যোগ্য। এরূপ অর্থ যত বছর ধরে মালিকের হাতছাড়া ছিল তত বছরের জন্য এ অর্থের দরুণ শুধু তখনই যাকাত প্রদেয় হবে, যখন এরূপ অর্থের পুরোটাই উদ্ধার করা যাবে।

উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি একটি সম্পত্তি নিশ্চয়তা (security) ব্যতিরেকে বিক্রি করলেও কয়েক বছর যাবত এটির বিক্রয়মূল্য পেলেন না। এরূপ বিক্রয়মূল্যের মধ্যে অন্ততঃ একটি পূর্ণ নিসাব পরিমাণ অর্থ হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তার উপর যাকাত আদায়যোগ্য হবে না। যখন এ অর্থের সম্পূর্ণটাই হাতে পাওয়া যাবে তখন এরূপ সম্পূর্ণ অর্থের উপর এই পুরো মেয়াদের জন্য নির্ণীত জাকাত আদায়যোগ্য হবে। অনুরূপভাবে, যদি কেউ তার নিজের কিছু কাপড় বিক্রি করে কয়েক বছর পর টাকা পান তাহলে ওই টাকার মধ্যে একটি পূর্ণ নিসাব পরিমাণ অর্থ হাতে পাবার পরই তার উপর যাকাত আদায় করা ফরজ হবে।

(৩) জায়িফ অর্থাৎ নিশ্চয়তাবিহীন ধার বা ঋণ ঃ

পূর্বোক্ত দুই ধরনের ধার বা ঋণের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ, বাণিজ্য পণ্য বা সম্পত্তির কোন-না-কোন লেনদেন সংঘটিত হয়। কিন্তু জায়িফ-এর ক্ষেত্রে এরকম শর্তাদির কোনটিরই উপস্থিতি ব্যতিরেকে কেউবা হন মহাজন এবং অন্য কেউ আবার খাতক বনে যান।

উদাহরণতঃ ধরা যাক এক ব্যক্তি তার দানপত্রে (রিষষ) তার সম্পত্তি হতে কিছু টাকা, সোনা বা রূপা অন্য একজনের অনুকূলে প্রদানের বিধান সন্নিবেশিত করলেন। কিন্তু উক্ত দানপত্রের বাস্তবায়নকারী (administrator) এরূপ দানক্রিয়া সম্পাদনে কয়েক বছর সময় ব্যয় করলেন। এরকম ক্ষেত্রে উক্তরূপ দানের গ্রহীতা উক্ত দান প্রকৃত হাতে পাবার পর বারো মাস যাবত তা তার অধিকারে থাকলেই এই সম্পত্তির জন্য তার (গ্রহীতার) উপর যাকাত আদায়যোগ্য হবে। তার অধিকারের বাইরে উক্ত সম্পত্তি যতদিন ছিল ততদিনের জন্য এর উপর যাকাত আরোপিত হবে না।

অনুরূপভাবে, স্ত্রীর অনুকূলে স্বামীর প্রদেয় দেনমোহর এমন একটি কর্জ (debt), যার জন্য (তেমন) কোন (আনুষ্ঠানিক) লেনদেনের প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং উক্ত মোহরানা প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্ত হবার পর বারো মাস যাবত তা তার অধিকারে থাকলে স্ত্রীর উপর দেনমোহরের জন্য যাকাত আদায়যোগ্য হবে। তবে, মোহরানার মূল্য নিসাব পরিমাণের অন্ততঃ সমান হলেই এই বিধান কার্যকর হবে। মোহরানা হস্তগত হবার আগেকার মেয়াদের জন্য সংশিষ্ট সম্পত্তির উপর যাকাত প্রদেয় নয়।

মালিকের নিজের এবং তার উপর বৈধভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের (যথা ঃ স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা ইত্যাদির) আবশ্যকীয় খরচাদি নির্বাহের পরও তার অতিরিক্ত সম্পদ হাতে থাকতে হবে। এটি যাকাতের অন্যতম প্রধান শর্ত।

উদাহরণত ধরা যাক, এমন এক ব্যক্তির কথা যিনি নিসাব হিসেবে নির্ণয়কৃত ন্যূনতম নির্দিষ্ট সম্পদের মালিক। কিন্তু তার নাবালক সন্তানদের জন্য তার পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস কিনতে হয়। এসব জিনিস কিনতে গিয়ে তার সম্পদের পরিমাণ নিসাব অপেক্ষা কম হয়ে গেলে তার উপর যাকাত ফরজ থাকে না।

আবার ধরা যাক, এক ব্যক্তি তার ব্যবসায়ের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়ের লক্ষ্যে কিছু টাকা সঞ্চয় করছেন। এরূপ মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ নিসাব ছাড়িয়ে গেলেও তিনি এসব দ্রব্য না কিনে টাকাটা বারো মাস যাবত নিজের কাছে রেখেছেন। এরকম ক্ষেত্রে ওই সঞ্চয়কৃত টাকার উপর তার যাকাত আদায় করতে হবে। তবে, বারো মাস পেরোনোর আগে তিনি এ টাকা দিয়ে ওই যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম কিনলে তার জন্য যাকাত আদায়যোগ্য থাকবে না।

সাধারণভাবে অশ্বারোহণ বা পোষার (harnessing) উদ্দেশ্যে রক্ষিত ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইত্যাদি পশুর জন্য যাকাত দিতে হয় না। কিন্তু এরূপ পশু ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে হলে মালিকের কাছে এক বছর থাকা-সাপেক্ষে, এমন পশুর জন্য যাকাত আদায় করতে হবে।

একদল আলেমের মতে, যাকাত আদায়ের আরেকটি শর্ত হল সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি কোন ঋণদায়ভুক্ত (encumbered with debt) হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পত্তির মালিক। কিন্তু তার যদি এরূপ পরিমাণ ঋণ থাকে যা পরিশোধ করলে তার সম্পত্তির পরিমাণ নিসাব অপেক্ষা কম হয়ে যাবে, তাহলে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরজ নয়।

ধরা যাক, এক ব্যক্তির ১০০০ টাকা আছে। কিন্তু তিনি আবার মহাজনদের নিকট ১০০০ টাকা ঋণী। এক্ষেত্রে তার প্রকৃতপক্ষে কিছুই নেই এবং তার যাকাত দিতে হবে না। কারণ যাকাত কোন ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত পুঁজির (net accumulated capital) জন্য আদায়যোগ্য হয়, যদি ওই পুঁজির পরিমাণ নিসাব হিসেবে নির্ধারিত পরিমাণের সমান বা ততোধিক হয়।

ইসলামী আইনে দুই ধরনের ধার

ইসলামী আইনে দুই ধরনের ধার স্বীকৃত। প্রথমটিতে জড়িত থাকে কোন-না-কোন লেনদেন। যেমন কারো নিকট থেকে নগদ অর্থ ধার করা অথবা ব্যবসায় বা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি ক্রয়। উদাহরণত, এক ব্যক্তি পরে পরিশোধের শর্তে নগদ অর্থ ধার করলেন অথবা পরে মূল্য পরিশোধের শর্তে তার ব্যবসায়ের পণ্যাদি কিনলেন। এসব সম্পত্তি তার নিকট পূর্ণ একবছর থাকলে যাকাত নিরূপণ ও পরিশোধের লক্ষ্যে উক্ত ব্যক্তির মোট (gross) সম্পদ হতে উপর্যুক্ত নগদ ঋণের অর্থ বা বাকীতে কেনা পণ্যের মূল্য বাদ দিতে পারবেন।

দ্বিতীয় আরেক ধরনের ধারের বৈশিষ্ট্য হল এরূপ ধারের ভিত্তি হিসেবে কোনরকম লেনদেন সংঘঠিত হয় না। অর্থকড়ি বা দ্রব্যাদির লেনদেনের সংশ্রববিহীন এরূপ ধারকর্জের একটা উদাহরণ দেখা যাক। এক ব্যক্তির দুই হাজার টাকা রয়েছে। কিন্তু তিনি তার স্ত্রীকে ২০০০ টাকা মোহরানা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এপরিমাণ টাকা তার জন্য একধরনের ঋণ বটে, কিন্তু এই যুক্তিতে তিনি তার সম্পদের হিসাব হতে এই টাকাটি বাদ দিতে পারবেন না। তার স্ত্রীকে প্রদেয় মোহরানার টাকাসহ তার হাতে থাকা পুরো সম্পদের জন্যই তার উপর যাকাত আদায়যোগ্য হবে।

এরকম ধার-কর্জের আরেকটি উদাহরণ হল ধর্মীয় কর্তব্যাদি সঠিকভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থতাহেতু বা ত্রুটিপূর্ণভাবে এরূপ দায়িত্ব পালনহেতু গরীব-দুঃখীর অনুকূলে কাফফারা পরিশোধ। যাকাত নিরূপণের ক্ষেত্রে কারো সম্পদরাজি হতে এমন কাফফারার মূল্যমান বাদ দেয়ার সুযোগ নেই।

মালিকের কাছে তার সম্পদ বারো মাস থাকতে হবে। যাকাত নিরূপণের সময় পূর্ববর্তী বারো মাসে ব্যয়িত, হৃত বা অন্যবিধ উপায়ে বিলিব্যবস্থাকৃত (disposed off) সম্পত্তির মূল্য অন্তর্ভুক্ত হবে না। নিসাব-এর ন্যূনতম মাত্রা পর্যন্ত পরিমাণের সোনা, রূপা, নগদ টাকা বা অন্যান্য সম্পত্তি মালিকের নিকট বারো মাস ধরে বজায় থাকলেই তবে এসব সম্পদের জন্য যাকাত আদায়যোগ্য হবে।

কেবলমাত্র মাঠে সঞ্চরণশীল পশুর মালিকানার জন্য উক্তরূপ মালিকদের উপর যাকাত আদায়যোগ্য। আস্তাবল, গোশালা, খাঁচা বা অনুরূপ বেষ্টনীতে আবদ্ধ যেসব পশু চরে বেড়ায় না, তাদের জন্য যাকাত আদায় করা লাগেনা।

অল্প বয়সের পশুর জন্য যাকাত একেবারেই আদায়যোগ্য নয়। এছাড়া, সৌখিন অশ্বারোহণ, চাষবাস অথবা উপার্জন বা পেশাগত কাজে ব্যবহৃত পশুদের মালিকানার জন্যও যাকাত আদায় করতে হয় না।

নিজস্ব ব্যবহারাধীন অথবা ব্যবসায় বা পেশাগত কাজে ব্যবহৃত মোটরগাড়ি, ভ্যান, লরী, ট্রাক, ওয়াগন বা অনুরূপ অন্যান্য যানবাহনের জন্যও যাকাত আদায় করা লাগে না।

গবাদি পশুর জন্য যাকাত সারণি

গরু

গরুর সংখ্যা	৩০-৩৯	৪০-৫৯	৬০-৬৯	৭০
যাকাত	১ বছর বয়সী ১টি	২ বছর বয়সী ১টি	১ বছর বয়সী ১টি	১ বছর বয়সী ২টি ২ বছর বয়সী ১টি

এরপর প্রতি ৩০টি অতিরিক্ত পশুর জন্য ১টি করে ১ বছর বয়সী পশু এবং প্রতি ৪০টি অতিরিক্ত পশুর জন্য ১টি করে ২ বছর বয়সী পশু যাকাত আদায়ের জন্য দিতে হবে।

ভেড়া ও ছাগল

ভেড়া/ছাগলের সংখ্যা	৪০-১২০	১২১-২০০	২০১-৪০০	৪০০+
যাকাত	১	২	৩	৪

এর পর প্রতি ১০০টি অতিরিক্ত পশুর জন্য ১টি করে ১ বছর বয়সী ভেড়া বা ছাগল যাকাত আদায়ের জন্য দিতে হবে।

ঘোড়া

অশ্বারোহণ, মালপত্র পরিবহন বা চাষকাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অশ্বসমূহের মোট মূল্যের চলিশ ভাগের এক ভাগ অর্থ যাকাত হিসেবে পরিশোধ করতে হবে।

যাকাত আদায়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক (Factors)

বছর গণনা ঃ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল বছর কখন শুরু হয়। কোন ব্যক্তির নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ জমে যাবার সাথে সাথেই যাকাতের উদ্দেশ্যে বছর নির্ণয়ের জন্য সময় গণনা শুরু হয়ে যায়। উক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পত্তি মালিকের নিকট বারো মাস যাবত বজায় থাকার পরপরই যাকাত আদায় করতে হয়।

চান্দ্র বছর ঃ চাঁদের পরিক্রমার ভিত্তিতেই ইসলামী বর্ষ গণনা করা হয়। তাই যাকাত-এর ক্ষেত্রে বারোটি চান্দ্রমাস নিয়ে হয় এক বছর। কেউ যদি খৃস্টীয় বছর ধরে যাকাত আদায় করতে মনস্থ করেন তবে তার জন্য খৃস্টীয় বর্ষ ও চান্দ্র বর্ষের মধ্যকার ব্যবধানকালের সমসংখ্যক দিনগুলোর জন্য যথোপযুক্ত পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ নিরূপণকরতঃ তা যাকাত হিসেবে পরিশোধ করতে হবে।

যাকাতের পরিমাণ প্রাক্কলন ঃ প্রথমে দেখতে হবে তিন আউন্স সোনা কিনতে গেলে কত টাকার প্রয়োজন পড়ে। এটি দেখার পর জানতে হবে একুশ আউন্স রূপা কিনতে কত টাকার দরকার। অতঃপর নিরূপিত এই দু'টি পরিমাণের মধ্যে যেটি স্বল্পতার, সেটিকেই ন্যূনতম নিসাব পরিমাণ হিসেবে স্থির করা হবে।

অগ্রিম যাকাত আদায় ঃ নিসাব পরিমাণ বা ততোধিক সম্পদের মালিক তার উক্তরূপ সম্পদের মালিকানার মেয়াদ এক বছর পূর্ণ না হলেও ইচ্ছে করলে ওই সম্পত্তির জন্য আগেভাগে যাকাত আদায় করতে পারেন। তবে তার সম্পত্তির পরিমাণ নিসাব অপেক্ষা কম থাকলে তার এমনটি করার অনুমতি নেই।

উদাহরণত, ধরা যাক এক ব্যক্তির ২৮৩.৫ গ্রাম রূপা আছে। তিনি ভবিষ্যতে কোন এক সময় আরও ৩১১.৮ গ্রাম রূপা পাবেন এবং এভাবে তার ন্যূনতম নির্ধারিত নিসাব অর্থাৎ ৫৯৫.৩৫ গ্রাম পরিমাণ রূপা তার মালিকানায় থাকবে বলে আশা করে যদি তিনি যাকাত পরিশোধ করেন তবে তা বৈধ হবে না। ন্যূনতম নিসাব পরিমাণ সম্পদ প্রাপ্ত হবার পর বারো মাস পেরোলে ওই সম্পত্তির জন্য তাকে আবার যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ, পূর্ণ নিসাব পরিমাণ সম্পদ অর্জনের আগে যাকাত আদায় করা ফরজ না হওয়া সত্ত্বেও ওই সময়ে তার দ্বারা পরিশোধিত যাকাত বৈধভাবে কার্যকর হয়নি।

অস্থিতিশীল (Fluctuating) সম্পদ ঃ ধরা যাক, এক ব্যক্তি পয়লা রমজান তারিখে পূর্ণ নিসাব বা ততোধিক পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেন। এই সম্পদ তার নিকট বারো মাস ধরে বজায় থাকলে এসম্পত্তির জন্য তার উপর যাকাত ফরজ হবে। কিন্তু ওই বারো মাসের মধ্যে কোন একসময় এসম্পত্তির কিয়দংশ ব্যয় করায় তার হস্তস্থিত সম্পদের পরিমাণ নিসাব অপেক্ষা কম হয়ে গেল। এর কিছু কালের মধ্যে তিনি আরও কিছু সম্পত্তি উপার্জন করায় পরবর্তী পয়লা রমজানে আবার তিনি পূর্ণ নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হলেন। এরূপ ক্ষেত্রে ওরকম সমুদয় সম্পদ পুরো বারো মাস সময় তার নিকট ছিল বলে ধরে নিয়ে ওই পুরো সম্পত্তির জন্য তার যাকাত আদায় করতে হবে। ব্যবসায়-সংক্রান্ত সামগ্রী, বাণিজ্যিক পণ্যাদি ও শেয়ার সার্টিফিকেটের মত যেসব দ্রব্যের মূল্য বছর ধরে সাধারণত ওঠা নামা করে থাকে, সেসবের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হবে।

বছরের মধ্যখানে অর্জিত আয়-মুস্তেফাদ ঃ উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, পয়লা মোহররম তারিখে এক ব্যক্তির হাতে ৫৯৫.৩৩ গ্রাম রূপা রয়েছে। তিনি রবিউল আউয়াল মাসে আরো দশ আউন্স রূপা ও কয়েক আউন্স সোনা উপার্জন করলেন। বছরের মধ্যখানে এসে অতিরিক্ত কিছু পরিমাণ ধাতব হস্তগত হবার কারণে এসব দ্রব্যের হস্তস্থিত থাকার মেয়াদ বারো মাস পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও তাকে এরকম ক্ষেত্রে পরবর্তী পয়লা মোহররম তারিখে উক্ত সমুদয় সম্পদের জন্য যাকাত আদায় করতে হবে।

উপরের উদাহরণ হতে স্পষ্টতই প্রতিভাত হয় যে, বছরের প্রত্যেক উপার্জনের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণের অসুবিধাসমূহ সম্বন্ধে শরীয়তের আইন উপযুক্তরূপে যত্নশীল।

প্রতিটি উপার্জনের পর বারো মাস করে সময় গণনা করতে হলে এবং বছরব্যাপী মাসে মাসে সংশিষ্ট সম্পত্তিসমূহের নির্দিষ্ট পরিমাণ নিরূপণ ও তা পরিশোধ করতে হলে তাতে অশেষ ক্লেশের সৃষ্টি হত।

তবে, যদি কোন ব্যক্তি পয়লা মোহররম তারিখে ন্যূনতম নিসাব অপেক্ষা অধিক সম্পত্তি পান, এরপর রজব মাসে এসম্পত্তির পুরোটি খরচ করে ফেলেন এবং শাবান মাসে নিসাব পূর্ণ হবার মত সম্পত্তি আবার অর্জন করেন তাহলে তার জন্য ভিন্ন নিয়ম কার্যকর হবে। শাবান মাস হতে সময় গণনা শুরু করে পরবর্তী শাবান মাসে তাকে ওই সম্পত্তির জন্য যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাত বিবরণ : কাদেরকে যাকাত দিতে হবে

যাকাতের অর্থ পরিশোধের বিষয়ে কোরআন শরীফে অভীষ্ঠ নির্দেশ করতঃ সুনির্দিষ্ট বরাত অন্তর্ভুক্ত আছে। তারা হলেন ঃ

- ফকীর, অর্থাৎ এরূপ গরীব মানুষ যার সম্পত্তির পরিমাণ নিসাব অপেক্ষা কম;
- মিসকীন, অর্থাৎ অভাবী, যার রোজগার তার নিজের ও নির্ভরশীলদের অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহ মিটানোর জন্য যথেষ্ট নয়;
- আমিলীন, অর্থাৎ বায়তুল মাল বা কোন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণকাজে নিয়োজিত কমচারীবর্গ;
- মু'আলেফাতুল ক্বুলুব, অর্থাৎ শাশ্বত ধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত সেসব ব্যক্তি যাদের হৃদয় সত্যের দিকে ধাবমান এবং যাদের জন্য সাহায্য আবশ্যক;
- রিক্বা'ব, অর্থাৎ ক্রীতদাসের দাসত্ব মোচনের জন্য মুক্তিপণ প্রদান;
- ঘারিমীন, অর্থাৎ ঋণগ্রস্থ;
- ইবনুস-সাবীল, অর্থাৎ মুসাফিরের পাথেয়, যা অর্থাভাবে বিদেশ বিভূঁইয়ে আটকে-থাকা এমনকি স্বচ্ছল ব্যক্তির ভ্রমণব্যয় হিসেবেও ব্যবহার করা যায়; এবং
- ফী সাবীলিল্লাহ, অর্থাৎ যারা জিহাদে আল্লাহর রাস্তায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে।

১ ও ২. ফকীর ও মিসকীন ঃ উদাহরণস্বরূপ কোন গরীব নারীর শুধু কিছু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ আছে যা তার নিয়মিত ব্যবহারের প্রয়োজনে লাগে। এক্ষেত্রে এমনটি ভাববার সুযোগ নেই যে, তিনি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ কুক্ষিগত করেছেন। সুতরাং এই নারীকে ফকীর ও মিসকীনের সংজ্ঞার আওতায় আনা যায়। অনুরূপভাবে, এক ব্যক্তির অজস্র বই আছে অথবা কিছু দুর্মূল্য বই আছে, যা তার ব্যবহারে লাগে; কিন্তু তার এমন কোন অন্য সহায়-সম্পদ নেই যাতে তা নিসাব পরিমাণে উন্নীত হয়। এরূপ ব্যক্তিও যাকাতের প্রাপ্যতার অধিকারী হবেন।

আবার, এক ব্যক্তির কিছু স্থির সম্পত্তি (fixed properties) রয়েছে অথবা এমন কিছু সম্পত্তি আছে যার আয় দ্বারা তিনি তার পরিবারের খরচ নির্বাহ করেন। তার হয়ত আবার কিছু কৃষি জমিও আছে যা হতে এমন কিছু আয় হয় না। তার মোট আয় দিয়ে তিনি কোনমতে তার পরিবার চালাতে পারেন এবং তার এমন কোন সঞ্চয় থাকেনা যাতে তা নিসাব পরিমাণের সমান হতে পারে। এরূপ ব্যক্তি ধর্মীয়ভাবে দরিদ্ররূপে গণ্য এবং যাকাত গ্রহণেরও যোগ্য।

নিয়মিত চাকুরীতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিও এরূপ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, যদি তার রোজগার নিছক তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যই যথেষ্ট হয়ে থাকে।

৩. **আমিলীন ঃ** যেখানে সরকারী পর্যায়ে বায়তুল মা'ল [যথা-যাকাত অধিদপ্তর] বিদ্যমান অথবা যেখানে সামাজিক পর্যায়ে যথাযথভাবে গঠিত সাধারণ (community) যাকাত তহবিল পরিচালনা করা হয়, সেখানে উক্ত অধিদপ্তর বা তহবিল কর্তৃক যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদেরকে যাকাতের টাকা হতে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করা যায়।

৪. **মুয়ালাফাতুল ক্বুলুব ঃ** সত্যাভিমুখে ধাবমান হৃদয়ের মানুষ হলেন তারা যারা ইসলামের মহান দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, নতুন ধর্মে তাদের অঙ্গীভূত বা পুনর্বাসিত হবার জন্য কিছু সহায়তার প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা প্রদানের জন্য যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যায়।

৫. **রিকাব ঃ** বর্তমান যুগে বন্দীমুক্তি বা ক্রীতদাসের দাসত্বমোচনের লক্ষ্যে মুক্তিপণ প্রদানের প্রাসঙ্গিকতা বা আবশ্যকতা নেই। তবে, এমন কোন উপলক্ষ যদি তৈরী হয় যেখানে মুসলমানদের জীবন বাঁচাতে মুক্তিপণ দেয়ার প্রয়োজন হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যাবে।

৬. **ঘারিমীন বা ঋণগ্রস্ত ঃ** কোন ব্যক্তির মোট সম্পদের পরিমাণ তার দায়-দেনার সমষ্টি অপেক্ষা কম হলে তিনি একজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে তাকে যাকাত পরিশোধ করা যায়।

৭. **ইবনুস্‌সাবিল বা মুসাফির ঃ** এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হলেন এমন ভ্রমণকারী যিনি আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হয়েছেন। এর একটি উদাহরণ হতে পারেন এমন এক ব্যক্তি যিনি গৃহ হতে অনেক দূরে থাকাকালে তার টাকা-পয়সা চুরি হয়ে যাওয়ায় এরূপ এক স্থানে কপর্দকহীন হয়ে পড়েছেন যেখানে কেউ তাকে চেনেন না। আবার, দ্বিতীয় একটি উদাহরণ হল, এক ব্যক্তির উপর হজ্জ পালন ফরজ হওয়ায় তিনি তার সব খরচ মিটানোর মত যথেষ্ট টাকা নিয়ে হজ্জব্রত পালনের জন্য রওনা হয়েছেন। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বা ভাড়ার অভূতপূর্ব বা অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধির কারণে অথবা অন্য কোন কারণে তার টাকা-পয়সা ফুরিয়ে গেছে। এ অবস্থায় এমনকি তার ফিরতি যাত্রার ব্যয় নির্বাহের মত সঙ্গতিও আর নেই। এরকম সাময়িক দুর্দশায় পতিত ব্যক্তিগণকে যাকাতের টাকা দেয়া যায়।

৮. **ফী সাবিলিল্লাহ ঃ** ফকীহদের বিবেচনায় 'আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ' বলতে সাধারণভাবে তাদেরকেই বুঝায় যারা ইসলামকে রক্ষাকল্পে যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত, অর্থাৎ ধর্মযোদ্ধা। তবে, এই পদবাচ্য লোকেদের মধ্যে আরও আছেন-

   ক. সেরূপ ব্যক্তিগণ যারা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের কাজে ব্যাপৃত, কিন্তু যাদের এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়াদি, যথা ঃ ভর্তি ফি, পড়ার খরচ, থাকা-খাওয়ার খরচ, পোশাক-পরিচ্ছদের খরচ, ইত্যাদি নির্বাহ করার সঙ্গতি নেই;

   খ. এমন ব্যক্তিগণ যারা ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রচারকাজে নিয়োজিত থাকেন, কিন্তু এরূপ কাজের জন্য কোন টাকা-পয়সা নেন না এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে তারা কোনরকমে কায়-ক্লেশে ভরণপোষণ করতে সমর্থ হন; এবং

   গ. শিক্ষক, অর্থাৎ মাদ্রাসা বা বিদ্যালয়ের মত শিক্ষায়তনের মাধ্যমে যারা ইসলামের জ্ঞান বিতরণের কাজে ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু নিজেদের ও স্ব স্ব

পরিবারসমূহের ভরণ-পোষণের জন্য যারা যথেষ্ট বেতনাদি প্রাপ্ত হন না। এ ধরনের মানুষকে যাকাত তহবিল হতে টাকা-পয়সা দেয়া যায়। তবে এরূপ টাকা-পয়সা যাকাত তহবিল হতে দেয়ার কথা তাদেরকে না জানিয়ে বরং তাদেরকে তা উপহার বা বোনাস হিসেবে অর্পণ করাই সমীচীন।

এছাড়াও এরূপ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হলেন এমন লোকজন যারা ঐহিক স্কুল বা কলেজের দরিদ্র ছাত্র। যাকাত তহবিল হতে তাদের ফি, পাঠ্য বইয়ের দাম, থাকা-খাওয়ার ব্যয়, পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য ইত্যাদি বাবদ টাকা দেয়া যায়।

যাকাত কাকে দেয়া যায় না

নিসাবপরিমাণ সম্পদের মালিককে : যে ব্যক্তি অন্যূন ৮৫.০৫ গ্রাম সোনা বা ৫৯৫.৩৫ গ্রাম রূপার অথবা নগদ অর্থে, অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী বা বাণিজ্য পণ্যে সমপরিমাণ সম্পদের মালিক, তাকে যাকাত প্রদান করা যায় না। এরূপ কোন ব্যক্তিকে যাকাত অর্পণ করা হলে যাকাত আদায় করা হবে না। এরূপ ব্যক্তির জন্য যাকাত হস্তগত ও গ্রহণ করা নিষিদ্ধ এবং তা ব্যবহার করা হারাম।

কোনো ব্যক্তির যদি স্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে অধিক পরিমাণ গার্হস্থ সামগ্রী যথা কার্পেট, তৈজসপত্র, থালা-বাসন বা অন্যান্য দ্রব্য থাকে এবং সেসব দ্রব্য বজায় থাকলেও যদি এসবের তেমন একটা ব্যবহার না হয় তাহলে এসব দ্রব্যকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বলে ধরা হবে না। তবে, এরূপ পরিমাণ ও বিবরণের সম্পদের মালিককে যাকাত প্রদান করা যাবে না।

অমুসলিমদেরকে ঃ যাকাত অমুসলিমগণের অনুকূলে প্রদান করা যায় না। কারণ, একটি অভিন্ন জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ধনী সদস্যগণের দ্বারা এর দরিদ্রতর সদস্যগণের সাহায্যার্থে এটি হল একটি বিশেষ ধরনের ধর্মীয় সামাজিক কর ব্যবস্থা। অবশ্য যাকাত ব্যতীত অন্যান্য দান-খয়রাত অমুসলিমদেরকে দেয়া যেতে পারে।

আত্মীয়-স্বজনকে ঃ মাতা, পিতা, মাতামহ, মাতামহী, পিতামহ ও পিতামহী এবং তাঁদের পিতা-মাতাকে যাকাত দেয়া যায় না। তেমনিভাবে নিজের পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণ এবং তাদের সন্তানাদিকেও যাকাত দেয়া যায় না। আবার, স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারেন না, উক্তরূপ পরিজনবর্গ ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়কে যথা ঃ ভাই, বোন, চাচা, চাচী, মামা, মামী, ফুফা, ফুফু, খালা, খালু, চাচাতো ভাইবোন, ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী ইত্যাদিকে যাকাত পরিশোধ করা যায়।

শিশুদেরকে ঃ একটি অল্পবয়সী শিশুর অবস্থান তার পিতার অবস্থানের সাথে সম্পৃক্ত। পিতা যদি ধনাঢ্য হন তাহলে তার শিশুসন্তানকেও ধনশালী বলে গণ্য করা হবে। সেক্ষেত্রে শিশুটিকে জাকাত দেয়া যাবে না। যদি কোন শিশুর পিতা যাকাত গ্রহণের মত দরিদ্র হন, কিন্তু মাতা আবার ধনাঢ্য হন, তাহলে শিশুটিকে যাকাত দেয়া যাবে। কারণ শিশুটির আর্থিক অবস্থান তার পিতার আর্থিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত, মাতার অবস্থার সাথে নয়। অবশ্য একটি শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে সে এতদবিষয়ে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে এবং তখন তার পিতা-মাতার সম্পদশালিতা বা অন্যবিধ অবস্থা তার নিজের অবস্থানের ওপর কোন প্রভাব রাখেনা।

সেবার প্রতিদানে যাকাত দেয়া যায় না ঃ কোন ব্যক্তিকে তার কৃত সেবার জন্য প্রতিদানস্বরূপ যাকাত প্রদান করা যায় না। তেমনিভাবে শিক্ষক বা সম্পত্তি

তত্ত্বাবধানকারীগণকেও যাকাত দেয়া যায় না। এ ধরনের ব্যক্তিকে অবশ্য ইচ্ছে করলে উপহার হিসেবে কিছু দেয়া চলে।

কর্মচারীকে যাকাত দেয়া যায় না ঃ গৃহভৃত্য বা অন্য কোন কর্মচারীকে মজুরী হিসেবে যাকাত দেয়া যায় না। অবশ্য তাদের মজুরীর অতিরিক্ত উপহার হিসেবে তাদেরকে যাকাতের টাকা দেয়া যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ঃ যাকাত আদায়ের একটি শর্ত হল এই যে, যাকাত গ্রহীতা তার অনুকূলে প্রদত্ত উক্ত যাকাত সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিকানার অধিকারী হবেন।

যাকাত মসজিদে দেয়া যায় নাঃ কোন মসজিদের নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে যাকাত পরিশোধ করা যায় না। কারণ মসজিদ ইবাদতের স্থান। এটি কোন ব্যক্তির নয়।

পারলৌকিক ক্রিয়াদির ব্যয় নির্বাহার্থে যাকাত ঃ কোন মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক ক্রিয়াদি ও সমাহিতকরণের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে যাকাত ব্যবহার করা যায় না। এ ধরনের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যবহৃত হলে যাকাত আদায় হবে না। তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা গরীব হয়ে থাকলে যাকাত পেতে ও নিতে পারবেন এবং সেই টাকা তাদের মৃত আত্মীয়ের পারলৌকিক ক্রিয়াদির জন্য খরচ করতে পারবেন।

কারেন্সী নোটের মাধ্যমে যাকাত পরিশোধ ঃ লেন-দেনে কারেন্সী নোট বা কাগজের নোটের অবাধ ব্যবহার চলছে। তবে আইনের সুক্ষ্ম অর্থে এরূপ কাগজ হল তমসুক (promissory note)। সুতরাং এসবের মাধ্যমে পরিশোধিত যাকাত শুধুমাত্র গ্রহীতা কর্তৃক এসবের নগদায়নের পরই কার্যকর হবে।

ঋণ হিসেবে প্রদত্ত যাকাত ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ঋণ হিসেবে যাকাতের টাকা দেন, কিন্তু তা দেয়ার সময় যাকাতের নিয়্যাত করেন, তাহলে তার যাকাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা প্রতিপালিত হবে। তবে এটাকা ধার দেয়া হয়েছিল বলে যুক্তি দেখিয়ে তিনি তা পরে আদায় করতে পারবেন না।

উপহার হিসেবে প্রদত্ত যাকাত ঃ প্রায়ই দেখা যায় যে, যাকাত প্রাপ্যতার অধিকারী ব্যক্তি যাকাত গ্রহণে বিব্রতবোধ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে কোন একটি উপযুক্ত উপলক্ষে তাকে উপহার বা উপঢৌকন আকারেও যাকাতের টাকা দেয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে এই টাকা দেয়ার সময় প্রদানকারীর মনে অবশ্যই যাকাত আদায়ের অভিপ্রায় থাকতে হবে। অনুরূপভাবে, দরিদ্র লোকের সন্তানদেরকেও উপহার হিসেবে যাকাতের টাকা দেয়া দোরস্ত আছে।

নিজের যাকাত দ্বারা ঋণের টাকা উদ্ধার চলে না ঃ ধরা যাক, কোন ব্যক্তির অন্যের নিকট টাকা পাওনা থাকলেও দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি অর্থাভাবের কারণে তা পরিশোধে অপারগ। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি নিজেকে নিজে যাকাতের টাকা দিয়ে ভাবতে পারবেন না যে, যাকাত আদায় করা হয়ে গেল। উক্ত ব্যক্তির নিকট প্রথমে যাকাতের টাকা অবশ্যই হস্তান্তর করতে হবে এবং তারপরই কেবল ওই ঋণের টাকা ফেরত চাওয়া ও ফেরত পাবার কাজ দু'টি ঘটতে হবে।

যাকাত আদায়ের দায়িত্ব সম্পাদন

যাকাত আদায়ের কাজটি মুসলমানদের উপর একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব-ফরজ। এই অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ইসলাম ধর্মের অনুশাসনাদির মাধ্যমে আরোপিত শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে। ঠিক যেমন বলা যায় যে, ওজুর শর্তাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকে নামাজ আদায় করলে তা বৈধ হয় না। অনুরূপভাবে, এর সাথে প্রাসঙ্গিক কোন শর্ত ইসলামের প্রদর্শিত উপায়ে প্রতিপালন না করা হলে যাকাতও অবৈধ ও বাতিল হয়ে যায়। যাকাত নিরূপণ ও এর যথাযথ সম্পাদনের জন্য প্রাসঙ্গিক সব শর্তই পালন করতে হবে । যথা,

- ❖ নিয়্যাত বা অভিপ্রায় অবশ্যই দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে হবে;
- ❖ যাকাত গ্রহীতা অবশ্যই উক্ত যাকাতের মালিক হয়ে যাবেন;
- ❖ যাকাত শুধুমাত্র ইসলামে নির্দেশিত ব্যক্তিগণকেই অর্পণ করতে হবে; এবং
- ❖ প্রাপ্ত কোন কৃত্য বা সেবা (service)-এর প্রতিদানস্বরূপ যাকাত দেয়া যাবে না।

নিয়্যাত করা ঃ যাকাত আদায়কারী তার ধর্মীয় কর্তব্য পালনের লক্ষ্যে যাকাত পরিশোধের জন্য অবশ্য একটি দৃঢ় নিয়্যাত বা পরিশুদ্ধ অভিপ্রায় পোষণ করবেন।

পরোক্ষভাবে যাকাত পরিশোধ ঃ যদি কোন ব্যক্তি যাকাতের নিয়্যাত করে অন্য কাউকে টাকা দিয়ে তাকে টাকাটা গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিতে অনুরোধ করেন তাহলে তার এতদার্থক কর্তব্য প্রতিপালিত হয়ে গেল। বিতরণের জন্য প্রদত্ত টাকা যে যাকাতের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে সেকথাটি উক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অবহিত না করা হলেও কোন অসুবিধে নেই। অনুরূপভাবে, যদি কোন ব্যক্তি তার যাকাত-এর টাকা একজন ভালো মানুষের কাছে হস্তান্তর করেন এবং তা গরীব-দুঃখীর মাঝে বিতরণের অনুরোধ করেন, তাহলে ওই ভালো মানুষটি উক্ত অনুরোধ মোতাবেক টাকাগুলো যখন উপযুক্ত গরীব-দুঃখীর নিকট বিতরণ করেন তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তির যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

যাকাতের অর্থ আলাদা করে রাখা ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার পরিশোধ্য যাকাত-এর টাকা আলাদা করে রাখেন এবং উপযুক্ত লোকদের মধ্যে তা পরিশোধ করতে থাকেন তাহলে তার যাকাত আদায়ের কর্তব্য পালন করা হয়ে যাবে। এরূপ আলাদাভাবে রক্ষিত তহবিল হতে প্রতিবারে টাকা বিতরণের সময় নতুন করে নিয়্যাত করবার প্রয়োজন হবে না।

নিয়্যাত ব্যতিরেকে যাকাত প্রদান ঃ ধরা যাক, কোন ব্যক্তির এমন পরিমাণ সম্পদ আছে যার জন্য যাকাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। তিনি যদি যাকাত আদায়ের নিয়্যাত ব্যতিরেকে যাকাত অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সম্পদও দান করে থাকেন, তবুও তার যাকাত আদায়ের অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব-ফরজ অ-প্রতিপালিত রয়ে যাবে। কারণ তিনি যাকাত আদায়ের অভিলাষ না করেই টাকা-পয়সা বিলিয়েছেন। তাই নিয়্যাত বা অভিপ্রায় প্রকাশ বা পোষণ করা অতীব প্রয়োজনীয়।

সর্বস্ব দান করে দেয়া ঃ এক ব্যক্তির যাকাতযোগ্য সম্পত্তি থাকলেও তিনি যাকাত আদায় করলেন না। কিন্তু তিনি তার সম্পত্তির সম্পূর্ণটা বা অংশবিশেষ দাতব্য উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন। এক্ষেত্রে তিনি কিন্তু যাকাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্তি পাবেন

না, কারণ এতে তার যাকাত আদায়ের নিয়্যাত বা অভিপ্রায় ছিল না। এরূপ দানের পরিণতিতে তার সম্পত্তি যদি নিসাব পরিমাণ অপেক্ষা কমে যায় তাহলে এরপর তার উপর যাকাত আদায়ের আবশ্যকতা আর থাকবে না। তবে সম্পদশালী থাকাকালে তার উপর যাকাত আদায় ফরজ থাকলেও তিনি যাকাত আদায় না করায় তা তার উপর একটি ধর্মীয় দেনা হিসেবে বজায় থাকবে। গরীবদের জন্য তার সম্পদ দানের পুণ্যকাজের জন্য তিনি অবশ্য পুরস্কার পাবেন।

চেক, মানি অর্ডার বা তমসুক (Promissory Note) মারফত যাকাত আদায় ঃ বর্তমান যুগে চেক, মানি অর্ডার, তমসুক ইত্যাদির মাধ্যমে টাকা-পয়সার লেনদেন অহরহ ঘটে থাকে। এরূপ উপায়ে যাকাত পরিশোধ কেবলমাত্র তখন বৈধ হবে যখন প্রাপক এসবের নগদ মূল্য সংগ্রহ করতে পারবেন এবং এরূপ সম্পদের নিরংকুশ মালিক বনে যাবেন। কারণ এরকমটি হতে পারলেই গ্রহীতা উক্ত যাকাত নিজের সম্পত্তি হিসেবে যখন-ইচ্ছা ও যেমন-ইচ্ছা ব্যবহারের অধিকারী হতে পারেন।

বিবিধ তথ্য

- কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত যাকাত তার অন্ততঃ একদিনের প্রয়োজন মিটানোর মত পরিমাণের চেয়ে কম হতে পারবে না।
- এক ব্যক্তি অন্য একজনকে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত বিবেচনায় তাকে যাকাত দিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল দ্বিতীয় ব্যক্তি যথেষ্ট মাত্রায় সম্পদশালী হবার কারণে অথবা যাকাত আদায়কারীর সাথে বিশেষ সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকার কারণে তিনি আর যাকাত প্রাপ্যতার অধিকারী থাকেন না। এরকম ক্ষেত্রে যাকাত প্রদানকারীর যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং তার পুনরায় যাকাত আদায় করার দরকার নেই।
- কোন ব্যক্তি যদি যাকাত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত না হন তাহলে তাকে যাকাত দেয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন। কিংবা তাকে যদি যাকাত দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা উক্ত প্রদানকারীর নিকট ফেরত দেবেন। কারণ, তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।
- যাকাত-এর পয়লা হকদার হলেন গরীব আত্মীয়-স্বজন। এরপরের অগ্রাধিকার হল যাকাত আদায়কারীর বসবাসের গ্রাম, শহর, নগর বা দেশের উপযুক্তরূপ গরীব মানুষদের। অন্য এলাকার লোকদের প্রয়োজন অধিক তীব্র ও জরুরী হলে তাদের কাছেও যাকাত প্রেরণ করা যায়।
- যাকাত প্রার্থনাকারীর যাকাত প্রাপ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হতে পারলে তা তার এবিষয়ক অবস্থা সম্বন্ধে সন্দেহ হলে তাকে যাকাত প্রদান না করা উচিৎ। কারণ, এরকম পরিস্থিতিতে যাকাত পরিশোধ করা বিধেয় নয়।